১৬-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- এই অন্তিম জন্মে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হও, এক বাবাকে স্মরণ করো, এটাতেই গুপ্ত পরিশ্রম রয়েছে "

প্রশ্নঃ- জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পাওয়া মাত্রই কোন্ বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট অনুভব হয় ?

উত্তরঃ- ভক্তিতে ভগবানকে পাওয়ার জন্য কত দ্বারে-দ্বারে ঘুরেছিলাম, কত ধাক্কা খেয়েছিলাম। এখন আমরা তাঁকে পেয়েছি। ২-- সাথে-সাথে মানুষের জন্য দয়াও হয় যে বেচারারা এখনও পর্যন্ত ঘুরে মরছে, পথ খুজে বেড়াচ্ছে। বাবা আমাদেরকে থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা বাবার সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি।

গীতঃ- আজ আঁধারে রয়েছে মানুষ .....

ওমশান্তি। একদিকে ভক্ত স্মরণ করছে। অন্যদিকে আমাদের আত্মাদের তৃতীয় নয়ন লাভ হয়েছে অর্থাৎ আত্মাদের বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। ওঁরা বলে আমরা ঘুরে মরছি। এখন তোমরা তো ঘুরে মর না। কত পার্থক্য। বাবা তোমাদের বাচ্চাদের সাথে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি করছেন। মানুষ গুরুদের পিছনে, তীর্থ যাত্রায়, মেলা উৎসবের পিছনে কত ঘুরে মরছে। তোমাদের ঘোরা এখন বন্ধ হয়েছে। বাচ্চারা জানে যে এই ঘোরার হাত থকে রক্ষা করতে বাবা এসেছেন। যে রকম কল্প আগেও বাবা এসে পড়িয়েছেন বা রাজযোগ শিখিয়েছেন, হুবহু সেরকম পড়াচ্ছেন। বাচ্চারা জানে আমরা ৫ বিকারের উপর বিজয় লাভ করছি । বলা হয়ে থাকে মায়াকে জিতলে জগতকে জেতা হয়। মায়া ৫ বিকার রূপী রাবণকে বলা হয়। মায়া হল শত্রু। মায়া ধন সম্পত্তিকে বলা হয় না। লিখতেও হবে ৫ বিকার রূপী রাবণ বা মায়া....তবে যদি মানুষ এর কিছু অর্থ বোঝে। তা না হলে বুঝতে পারবে না। মায়াকে জিতলে জগত জিতবে। এতে যাদব আর কৌরব বা অসুর আর দেবতাদের কোন কথাই নেই। স্থূল লড়াই হয় না। গাওয়া হয়ে থাকে যোগবলের দ্বারা মায়া রাবণের উপর বিজয় লাভ করলে জগতেরও বিজেতা হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো-জগত বলা হয়ে থাকে বিশ্বকে। বিশ্বের উপর জিত পাওয়ার জন্য বিশ্বের মালিকই আসেন। উনিই হলেন সর্বশক্তিমান । এটা তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে-- বাবাকে স্মরণ করলেই পাপ ভস্ম হয়ে যায়। মুখ্য কথাই হল স্মরণের। স্মরণ করলে তোমাদের দ্বারা কোন্ বিকর্ম হবে না আর খুশিতে থাকবে। পতিত-পাবন বাবা এসেছেন পবিত্র বানাতে, তবে আমরা আবার বিকর্ম কেন করবো। নিজের দেখভাল করতে হবে। বুদ্ধি তো মানুষের আছে তাই না! এতে আর লড়াই করবার তো কোনো কথা নেই কেবল ৫ বিকারকে জেতার জন্য বাবাকে স্মরণ করা অতি সহজ । হ্যাঁ এতেই পরিশ্রম, সময় লাগে। মায়া দীপ নিভিয়ে দেওয়ার জন্য থেকে-থেকে ঝড় আনে। এছাড়া এতে লড়াইয়ের কোন কথা নেই। ওখানে আছেই দেবতাদের রাজ্য। অসুর কেউ হয় না। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ , ব্রহ্মামুখ বংশাবলী। যে ব্রাহ্মণ কুলের সে নিজেকে ব্রাহ্মণ ভাবে। রুহানি বাবা আমাদের রুহুকে বসে জ্ঞান দেন। জ্ঞান সাগর, পতিত-পাবন সদগতি দাতা একজনই । উনিই স্বর্গ স্থাপন করে থাকেন। তোমাদের বাচ্চাদের তো খুব খুশী হওয়া দরকার। বিদেশীরাও জানতে পারবে, এরা

তো সেই সিন্ধের ব্রহ্মাকুমার কুমারী যারা বলে স্বর্গ শ্রীমতের দ্বারা স্থাপন করে দেখাব। আত্মাই বলে না! শরীর দ্বারা। আত্মা শোনে আর নির্দেশ অনুসারে চলে। কল্প-কল্প বাবা-ই এসে যুক্তি দেন। বাবা হলেন গুপ্ত, কেউই জানতে পারে না। কত মানুষকে বোঝানো হয়, তবুও কোটিতে কেউ কেউই বোঝে। তোমরা বাচ্চারা এখন বোঝো যে আমাদের অলরাউন্ড ভুমিকা রয়েছে । বাবা বুঝিয়েছেন তোমরাই রাজ্য নাও আর কেউ নিতে পারে না। কেবলমাত্র তোমরা ভারতবাসীরা ছাড়া, যারা এখন নিজেদের হিন্দু বলে থাকে। জনগণনাতেও হিন্দু লেখে । আমরা যে কোনো নাম দিয়ে থাকি না কেন, আমরা বাস্তবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম। ঐ দৈবী ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে হিন্দু বলে দেয়। হিন্দু নাম কেন হয়েছে- এটাও কেউ জানে না। জিজ্ঞাসা করা উচিত আচ্ছা এটা তো বলো তোমাদের হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছিলেন! এটা তো হল হিন্দুস্থানের নাম । কেউ বলতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারা জানো এখন ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। বলে ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতা নমঃ। ব্রাহ্মণ হল সর্বোত্তম, নম্বরওয়ান। বাস্তবে স্বর্গ সত্যযুগকে বলা হয়ে থাকে। রামচন্দ্রের রাজ্যকেও স্বর্গ বলা হয় না। অর্ধ কল্প হল রামরাজ্য আর অর্ধ কল্প হল রাবণরাজ্য। এসব হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। এখন আমাদের স্বর্গে যাওয়ার জন্য কি করতে হবে? পবিত্র তো অবশ্যই থাকতেই হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা-- কাম হল মহাশত্রু আছে, এর উপর জিত পেয়ে পবিত্র থাকতে হবে এইজন্য কমল ফুলের দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে। গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতে কমল ফুল সমান থাকতে হবে। এই দৃষ্টান্ত তোমাদের জন্য রয়েছে । হঠযোগী তো গৃহস্থ ব্যবহারেতে কমল ফুল সমান পবিত্র থাকতে পারবে না। ওঁরা নিজেরদের নিবৃত্তি মার্গের ভুমিকা পালন করে। গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতে পারে না, এইজন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তোমরা দু'ধরনের সন্ন্যাসের মধ্যে তুলনা করতে পারো। প্রবৃত্তিমার্গেরই গায়নও রয়েছে । বাবা বলেন-- গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কেবল এই এক অন্তিম জন্মে সাহস করে কমল পুষ্পের মতো পবিত্র থাকো। যদিও নিজের গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো। সেই সন্ন্যাসীরা তো ঘরবাড়ি ছেড়ে যায়। অনেক সন্ন্যাসী আছে যাঁদেরকে খাবারও দিতে হয়। প্রথমে তাঁরাও সতোপ্রধান ছিল এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সৃষ্টিনাটকে এই ভুমিকাই তাদের রয়েছে। তবুও এরকমই হবে। বাবা বোঝান এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে । কথায়-কথায় একে অন্যকে শাসাতে থাকে। যদি এরকম না হয় তো বড় লড়াই লেগে যাবে। তোমরা বাচ্চারা বোঝো যে কল্প পূর্বেও এরকম হয়েছিল। শাস্ত্রে লেখা আছে পেট থেকে মুষল বেরিয়েছিল, এটা হয়েছিল সেটা হয়েছিল ...তারপর হও লইতে বহুরূপী সাজে।। বাস্তবে এটা হল মুষল, যার দ্বারা বিনাশ করে। এটাও বাচ্চারা জানে যা কিছু অতীত হয়ে গেছে তা আবার হবে । যা রচিত হয়ে আছে তা-ই রচনা হচ্ছে... এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সকল রহস্য পরিস্কার রয়েছে । কেবল কথার কথা নয়। কাউকেই দোষ দিতে পারবে না। নাটকে এই ভুমিকাই রয়েছে । তোমাকে কেবল বাবার বার্তা সবাইকে দিতে হবে। এই নাটক তো অনাদি অবিনাশী । নিয়তি কি বস্তু, এটাও তোমরা বুঝে গেছো। এই কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদির সঙ্গম বিখ্যাত আছে। একেই পুরুষোত্তম যুগ বলা হয়। আজকাল বাচ্চাদের পুরুষোত্তম যুগের উপর ভাল ভাবে বোঝানো হচ্ছে। এই যুগ হল উত্তম পুরুষ তৈরি হওয়ার জন্য। সকলে সতোপ্রধান উত্তম হয়ে যাবে। এখন হল তমোপ্রধান, কনিষ্ঠ। এই শব্দগুলোর অর্থও তোমরা বোঝো। কলিযুগ পুরো হয়ে সত্যযুগ আসবে তারপর জয়- জয়কার হয়ে যাবে। গল্পও শোনানো হয় তাই না! এটা হল সহজের থেকেও সহজ । মিথ্যা গল্প তো অনেক আছে। এখন বাবা নিজে বসে বোঝাচ্ছেন, ভক্তিমার্গে তোমরা আমার মহিমা করে এসেছ। এখন বাস্তবে তোমাদের রাস্তা দেখাচ্ছি-- সুখধাম আর শান্তিধামের। সতগতিকে সুখের গতি আর দুর্গতিকে দুঃখের গতি বলা হবে । কলিযুগে আছে দুঃখ আর সত্যযুগে

আছে সুখ। বোঝালে সবাই বুঝবে। পরে আরও বুঝতে পারবে। সময় খুবই অল্প আছে, লক্ষ্য অনেক উঁচুতে আছে। কলেজে গিয়ে তোমরা বোঝালে এই জ্ঞানকে খুব ভালো ভাবে বুঝবে। অবশ্যই এই নাটকের চক্র ঘোরে আর অন্য কোনো দুনিয়াও নেই। ওঁরা ভাবে উপরে কোনো দুনিয়া আছে এইজন্য নক্ষত্র ইত্যাদির কাছে যায়। বাস্তবে ওখানে কিছুই নেই। ভগবান হলেন এক, রচনাও হল এক। এটাই হল মানব দুনিয়া। মানুষ তো মানুষই, কেবল দেহের অনেক ধর্ম আছে। কত বিভিন্নতা আছে। সত্যযুগে একই ধর্ম ছিল, তাকে বলা হয়ে থাকে সুখধাম। কলিযুগ হল দুঃখধাম। সুখ আর দুঃখের খেলা আছে তাই না। বাবা থোড়াই বাচ্চাদেরকে দুঃখ দেবেন। এখন হল রাবণ রাজ্য। মানুষের মধ্যে ৫ বিকারের প্রবেশ হয়েছে এইজন্য রাবণ রাজ্য বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস-ভূগোলের ইতিবৃত্ত এখন তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এসে গেছে। রোজ শোনো, এটা হল অনেক উচ্চ শিক্ষা। তো বাবা বোঝান এখন আর অল্প সময় বাকি আছে। তাতে বাবার থেকে পুরো বর্সা নিতে হবে। ধীরে- ধীরে মানুষও বুঝবে অবশ্যই ঈশ্বরের রাস্তা তো এঁরাই দেখাচ্ছে। দুনিয়াতে আর কেউই ঈশ্বরকে পাওয়ার রাস্তা বলে না। ঈশ্বরের রাস্তা ঈশ্বরই দেখান। তোমরা তো তাঁর সংবাদ দিয়ে থাকো। কল্প পূর্বেও যারা নিমিত্ত হয়েছিলো তারাই আবার হবে আর বানাতে থাকবে। বাচ্চাদের বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। রায় দেওয়া উচিত-- বাবা আমারা ভাবছি এই চিত্র হওয়া উচিত, এতে মানুষ ভাল ভাবে বুঝতে পারবে। বাবা কম চিত্র এইজন্য বলেন কারণ অনেক ছোট-ছোট কেন্দ্র আছে। খুব বেশী হলে ৫-৭ টা চিত্র রাখতে পারে।

বাবা বলেন ঘরে- ঘরে গীতা পাঠশালা হোক। এরকম অনেকে আছে একটা ঘরে সব কিছু চালায়। প্রধান চিত্রটি রাখলে মানুষ বুঝতে পারবে। আসলে ভগবান কাকে বলে, তাঁর থেকে কি পাওয়া যায়? ভগবানকে বাবা বলা হয়ে থাকে। বাবুলনাথ বাবা বলা হয় না। রুদ্র বাবাও বলবে না। শিববাবা তো বিখ্যাত । বাবা বলেন এটা হল সেই কল্প পূর্বের জ্ঞান যজ্ঞ । বেহদের বাবা শিব যজ্ঞ রচনা করেছেন। ব্রাহ্মণের রচনা করেছেন ব্রহ্মা দ্বারা। ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে স্থাপনা করেছেন। এটা হল জ্ঞান--রাজযোগের। আবার যজ্ঞও, যাতে সমগ্র পুরানো দুনিয়ার আহুতি হয় । এক তিনিই হলেন বাবা, শিক্ষক, গুরু, জ্ঞানের সাগরও তিনি । এরকম আর কেউ নেই। আজকাল যজ্ঞ করলে চারিদিকে শাস্ত্র রাখে। একটা আহুতির কুণ্ডও বানায়। বাস্তবে হল--জ্ঞান যজ্ঞ, যার থেকে তারা নকল করেছে। এখানে কোনো স্থূল বস্তু ইত্যাদি তো নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা বেহদের বাবাকে পেয়েছো, বেহদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে আর কেউ এটা জানে না। বেহদের আহুতি হতেই হবে , এটা তোমরা জানো। পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। তারা তো খুশি হয় যদি রামরাজ্য স্থাপন হয়, এটা তো খুব ভাল হবে।কিন্তু ওরা যা স্থাপন করবে তা তো নিজের জন্যই করবে তাই না। পরিশ্রম সব নিজের জন্য করবে। তোমরা জানো যে এই মহাভারত লড়াইও এই যজ্ঞ থেকে শুরু হয়েছে। কোথায় ঐ হদের(পৃথিবীর) কথা, আর কোথায় এই বেহদের(অসীমের) কথা। তোমরা নিজের জন্যই পুরুষার্থ করছো। যতক্ষণ বাবাকে না জানো,আর বর্সা(আশীর্বাদ) না পাও । বাবা-ই এসে আত্মাদের শিক্ষা দেন। তোমাদের হল সব গুপ্ত। আত্মা হিংসক হয়ে গেছে, তাকে অহিংসক বানাতে হবে। কারো উপর ক্রোধও করা উচিত নয়। ৫ বিকার যখন দান দেয় তখন গ্রহন ছেড়ে যায়, এর ফলেই কালো হয়ে গেছে। এখন আবার সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ কিভাবে হবে-- এটা বাবা বসে বোঝান। এই লক্ষ্মী নারায়ণকে এরকম কে বানিয়েছে? কোনো গুরু ছিল কি তাঁদের ? এঁরা তো বিশ্বের মালিক ছিলেন। নিশ্চয় আগের জন্মে ভাল কর্ম করেছেন তাই ভাল জন্ম হয়েছে। ভাল কর্ম করলে ভাল জন্ম হয়। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর যোগাযোগও নিশ্চয় আছে। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু তো এক

সেকেন্ডের ব্যাপার । মনুষ্য থেকে দেবতা হয়, সেকেন্ডে জীবনমুক্তি একে বলা হয়। বাবার হয়েছ আর জীবনমুক্তির বর্ষার অধিকারি হয়েছ। বাবা তো বোঝান সবাইকে। এরপর হল পুরুষার্থ করা, উঁচুপদ পাওয়ার জন্য। সব কিছুই হল পুরুষার্থের উপর। তবে কেন না পরিশ্রম করতে- করতে উঁচুপদ পাও। বাবাকে অনেক স্মরণ করলে বাবার হৃদয়ে অর্থাৎ সিংহাসনে বসতে পারবে। বাবা কোন পরিশ্রম করতে দেন না। অবলাদেরকে দিয়ে আর কি পরিশ্রম করাবেন। বাবার স্মরণও তো হল গুপ্ত। জ্ঞান তো প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। বলা হয় যে "ইনি তো খুব ভালো ভাষণ করেন", "কিন্তু যোগে কতদূর ?" "বাবাকে স্মরণ করে" ? "কতটা সময় বাবাকে স্মরণ করে" ? স্মরণের দ্বারাই জন্ম- জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান কল্প- কল্প রুহানি বাবা শিবই এসে দেন। আর কেউই এই জ্ঞান দিতে পারে না।

আচ্ছা-মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপ-দাদার স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারনার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) অবিনাশী নাটকের রহস্য বুদ্ধিতে রেখে কাউকেও দোষী বানাবে না। পুরুষোত্তম হবার পুরুষার্থ করতে হবে। এই অল্প সময়ে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে।

২) ডবল অহিংসক হওয়ার জন্য কখনও কারো উপর ক্রোধ করবে না। বিকারের দান দিয়ে সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- সত্যতা আর পরিচ্ছন্নতার ধারণার দ্বারা সমীপতার অনুভব করে সফলতার মূর্তি ভব(হও)।

সকল ধারণার মধ্যে মুখ্য ধারনা হল সত্যতা আর পরিচ্ছন্নতা। পরস্পরের প্রতি মন যেন একদম পরিষ্কার থাকুক। যেরকম পরিষ্কার জিনিসে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। সেরকম পরস্পর পরস্পরের ভাবনা, ভাব-স্বভাব স্পষ্ট দেখা যায় । যেখানে সত্যতা-পরিচ্ছন্নতা রয়েছে সেখানে সমীপতাও থাকে। স্বভাবের ভিন্নতা সমাপ্ত হয়ে যায় । এর জন্য মনের ভাব আর স্বভাবের মিলন জরুরী । যখন স্বভাবে ভিন্নতা দেখা যাবে না তখন বলবে সম্পূর্ণতার মূর্তি।

স্লোগানঃ-- যে বিগরে আছে তাকে শোধরানো-- এটাই হল সব থেকে বড় সেবা।